Government General Degree College, Chapra
Study Material for Bengali Hons/GE/General Semester I (2022-23)
Course Code - BNG-H-CC-T-1/ BNG-H-GE-T-1/ BNG-G-CC-T-1

Course Title - History of Bengali Literature (Medieval Age)
Topic -চর্যাপদ 'CHARJAPAD'

পরিচয় :

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদের পুঁথি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার হয়। আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। পুঁথি আবিষ্কারের স্থান - নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার। পুঁথিটি বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী বিষয়ক।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় চর্যাপদের পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' নামে। এতে মোট চারটি মৌলিক পুঁথি সংকলিত হয়েছিল। চর্যাপদ ছাড়াও আছে সরহপাদের দোঁহা, কৃষ্ণাচার্যের দোঁহা এবং ডাকার্ণব।

পুঁথিতে মোট পঞ্চাশটি পদ ছিল। সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গিয়েছে। পুঁথির মলাটে 'চর্যাচর্য্যটীকা' নাম ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এর নাম দিয়েছেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। পুঁথিটিতে মূল গানের সঙ্গে মুনিদত্তের টীকা আছে। মোট চব্বিশ জন সিদ্ধাচার্য এই পদ্গুলির রচয়িতা। টীকাকার মুনিদত্ত লুইপাদকে আদি সিদ্ধাচার্য বলেছেন। চর্যাপদের শুরুতেই লুইপাদের গান সংকলিত হয়েছে। অন্যান্য প্রধান পদকর্তা যেমন ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, কুক্কুরিপাদ, চাটিলপাদ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করেন এর রচনাকাল দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে।

সাহিত্যমূল্য :

চর্যাপদ ধর্মীয় সঙ্গীত, ধর্মসাধনার কথাই এখানে মুখ্য। সেই মিষ্টিক অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষ ভাষা এবং রীতি সাধক কবিরা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের সাধনার তত্ত্বকথাও বিভিন্ন পদে রসরূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ চর্যাপদ ধর্মীয় সঙ্গীত হয়েও সাহিত্যের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

চর্যার গানগুলিতে বিভিন্ন রসের আয়োজন লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে অবশ্য শান্ত রসই প্রধান। এছাড়া আছে করুণ রস (যেমন ৪৯ সংখ্যক পদে), হাস্য রস (যেমন ২ ও ৩৩ সংখ্যক পদে) এবং শৃঙ্গার রস। যেমন ৫০ সংখ্যক পদে আছে - শবরীর

বাড়ির চারদিকে কার্পাস ফুল ফুটেছে, রাত্রির আকাশে জ্যোৎস্না নেমেছে, কাঁকনি দানা পেকেছে। শবর-শবরী কাঁকনি দানা থেকে তৈরি মদ্যপানে মত্ত হয়েছে। অর্থাৎ পদটির মধ্যে শৃঙ্গার রস ঘনীভূত হয়েছে -

"কঙ্গুরি না পাকেলা রে শবরা শবরী মাতেলা।
অনুদিণ শবরো কিম্পি নে চেবই মহাসুহেঁ ভেহাই।"

সৌন্দর্য বর্ণনার দিক থেকে মনে পড়বে ৬ সংখ্যক পদ, ২৮ সংখ্যক পদের কথা। ২৮ সংখ্যক পদে আছে - একটি শবরী, গলায় যার গুঞ্জাফুলের মালা, শিরে শিখি পাখা - তাকে দেখলে পদকর্তা শবরপাদ সব ভুলে যান, নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রী মনে করে উন্মত্ত হয়ে পড়েন। শবরী বোধহয় স্বামীর এই পরস্ত্রী আসক্তিকে সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু গাছগুলি যে পত্রপল্লব পুষ্পে ভরে উঠেছে। তখন খাট পেতে শয্যা বিছানো হল, কর্পূর দেওয়া পান খেয়ে দুজনেই কামরসের বশীভূত হয়ে পড়লেন। নিবিড় রসসম্ভোগের মধ্যে রাত শেষ হয়ে গেল - "সুন নৈরামণি কণ্ঠে লই মহাসুহে রাতি পোহাই।"

চর্যার কিছু পদে ব্যবহৃত প্রহেলিকা আমাদের মুগ্ধ করে। যেমন ১২ সংখ্যক পদে আছে - কাছিম দুয়ে পাত্রে দুধ ধরছে না, গাছের তেঁতুল কুমিরে খেয়ে ফেলে, কেউ উঠোনকেই ঘর বলে মনে করে, শাশুড়ি-ননদ-শালিকে ঘায়েল করে, মাকেও আঘাত করে কাহ্নপাদ কাপালিক হলেন। ৩৩, ৪৭ সংখ্যক পদেও এই প্রহেলিকার বুনন দেখতে পাওয়া যায়। বাইরের দিক থেকে কোনও কার্যকারণ দেখতে পাওয়া না গেলেও এর ভিতরে আছে গভীর সঙ্গতি।

উৎপ্রেক্ষা (৯ সংখ্যক গানে 'চিত্তগজেন্দ্র), রূপক (৮ সংখ্যক গানে করুণা নাবী), অতিশয়োক্তি (৬ সংখ্যক গানে হরিণা-হরিণী), উপমা, বিরোধ অলংকারের উদাহরণ আছে চর্যাগানে। চর্যাপদের ছন্দ ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক। শব্দে শব্দে ছবি এঁকে তোলায়, আখ্যানের আভাসে এবং সর্বোপরি মিষ্টিক অনুভূতির প্রকাশে চর্যাপদ অতুলনীয়।

সমাজচিত্র :

বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে চর্যাপদ সৃষ্টি হয়নি। আলো-আঁধারি ভাষায় তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতির কথা সুরের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন। তা করতে গিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা, ব্যবহৃত উপাদানের উপর নির্ভর করেছেন। ফলত, চর্যার গানগুলি পাঠ করতে গিয়ে হাজার বছর আগেকার সমাজ জীবনের ছবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

চর্যার গানগুলি সেই সময়ের সমাজের বর্ণভেদ প্রথা স্পষ্ট করে। ডোম, শবর ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় মানুষেরা বসবাস করতে নগরের বাইরে, পাহাড়ের ঢালে। সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষেরাই তাদের অচ্ছুত করে রেখেছিল। যেমন ১০ সংখ্যক গানে আছে -

"নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছই যাই সো বাহ্মণ নাড়িআ।।"

চর্যায় বর্ণিত মানুষেরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিল বলা যাবে না। তাঁত বোনা, চাঙ্গারি তৈরি, পশু শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, মদ তৈরি ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। যেমন ৮ সংখ্যক গানে আছে বাণিজ্যপোতের প্রসঙ্গ - "খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী", "মাঙ্গত চন্থিলে চউদিস চাহঅ"। ৩ সংখ্যক গানে আছে শুঁড়িবাড়ির বাস্তববর্ণনা-

"এক সে শুন্ডিনিণী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বন্ধঅ।।"

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে কুঠার, আয়না, তালাচাবির ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। তাদের প্রধান আহার্য ছিল ভাত। দুধ, মাছ, মাংসের কথাও পাওয়া যায় গানগুলির মধ্যে। উৎসব-অনুষ্ঠানে মদ্যপানও করত মানুষ। চর্যায় চোর-ডাকাত-বাটপারের কথা সেই সময়ের সমাজের কিছু মানুষের নৈতিক অধঃপতনকে স্পষ্ট করে। ৪৯ সংখ্যক গানে আছে "অদঅ দঙ্গাল দেশ লুড়িউ" সংবাদ।

চর্যার গানে মাদল, পটোহ, ডমরু, বাঁশি, একতারা, বীণার উল্লেখ দেখে তাদের শিল্পচর্চা ও বিনোদনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। নাটক, দাবা খেলার উল্লেখও পাওয়া যায়। ১৭ সংখ্যক গানে সেকালের সেকালের নৃত্যগীতবাদ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় -

"সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দান্ডী চাকি কিঅত অবধূতী।।"

অর্থাৎ চর্যাপদকে ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রিক, সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজনে আকর হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

.....

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহ :

১। চর্যাগীতি পরিক্রমা। ড. নির্মল দাশ। দে'জ পাবলিশিং।
২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। সুকুমার সেন। আনন্দ পাবলিশার্স।
৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। প্রথম খণ্ড। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ন বুক এজেন্সি।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

১। চর্যাপদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (৫/১০)

২। চর্যাপদের কাব্যমূল্য সম্পর্কে আলোচনা করো। (৫/১০)

৩। চর্যাপদে প্রতিফলিত সমাজচিত্রের বর্ণনা দাও। (৫/১০)

৪। চর্যাপদে প্রতিফলিত বাঙালি জীবনের পরিচয় দাও। (৫/১০)

৫। চর্যাপদে প্রতিফলিত কাব্যরস ও কবিদের সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় দাও। (৫/১০)